মূল ফিচার

টেক্সটাইল শিল্পে ৩১ হাজার জনবল তৈরি করবে বিটিএমএ

জাহিদ আহম্মেদ

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান খাত টেক্সটাইল শিল্প ক্রমেই পরিণত হয়েছে দেশের শীর্ষ শিল্প খাতে। সময়ের সাথে এর আকার বেড়েই চলেছে। তবে এই খাতের এই প্রসারমান প্রবণতাকে ধরে রাখতে হলে প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। সাম্প্রতিক সময়ে এমন দক্ষ জনশক্তির অভাব দেখা দেওয়ায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) সহায়তায় বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)' প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যে প্রকল্পের আওতায় আগামী তিন বছরের মধ্যে টেক্সটাইল শিল্প খাতের জন্য প্রায় ৩১ হাজার দক্ষ জনবল তৈরি করা হবে।

যেকোনো শিল্পের এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো এই খাতের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ দক্ষ জনবলের সরবরাহ থাকা। এতদিন পর্যন্ত টেক্সটাইল শিল্পে এমন দক্ষ জনবলের তেমন অভাব দেখা যায়নি। তবে এই শিল্পের আকার ক্রমেই বাড়তে থাকায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসে এই খাতে দক্ষ জনবলের অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। টেক্সটাইল শিল্প খাতের অন্যান্য সমস্যার চাইতে এই সমস্যাকেই প্রকট হিসেবে মনে করছেন খাত সংশ্লিষ্টরা। পাশাপাশি এই খাতের বর্তমান জনবলের দক্ষতার বৃদ্ধিও প্রয়োজন। এই দুইটি বিষয়কে মাথায় রেখেই স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি) চালু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এসইআইপি প্রকল্পের প্রধান সমন্বয়ক এইচএম মাহফুজুর রহমান বলেন, 'এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য দুইটি—বর্তমানে নিয়োজিত জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা।' তিনি জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী তিন বছরে ৩০ হাজার ৯৬০ জনকে দক্ষতা বৃদ্ধি-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা ও সনদপত্র দেওয়া হবে। এ ছাড়া এডিবির শর্তানুযায়ী প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাকরির ব্যবস্থাও করবে বিটিএমএ। তবে যারা চাকরি পাবেন তাদের ওই প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ছয় মাস চাকরি করতে হবে।

যাদের জন্য প্রশিক্ষণ

তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এই প্রকল্পে। এতে যেমন নতুন দক্ষ কর্মী তৈরি করা হবে, তেমনি বিদ্যমান কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের কাজও করা হবে। প্রকল্পের মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন সমন্বয়ক এটিএম ফয়েজ আহমেদ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'তিন ধরনের কর্মী ও কর্মকর্তাদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যাদের এই শিল্প খাত সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই, যারা এত দিন অন্যদের কাজ দেখে কাজ শিখতেন, তাদের জন্য প্রকল্পে রয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ। এই পর্যায়ে ২১ হাজার ৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং এই প্রশিক্ষণ হবে মূলত কর্মী পর্যায়ে। আবার যারা এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছেন এবং যাদের কাজের অভিজ্ঞতা আছে, তাদের জন্য রয়েছে মাধ্যমিক পর্যায়ের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণও হবে কর্মী পর্যায়ে যাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সাত হাজার ৬৮০ জনকে। অন্যদিকে এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে উচ্চপর্যায়ের প্রশিক্ষণ। তিন বছরে এক হাজার ৬৮০ জন ব্যবস্থাপন এই ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণের আওতায় থাকবেন।'

প্রশিক্ষণ পাবেন যারা

বিটিএমএর কারাখানাগুলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সুবিধা কারা পাবেন তা নির্ধারণ করবেন। কারণ এ কারখানাগুলোতেই তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং প্রশিক্ষণ শেষে চাকরিরও ব্যবস্থা করা হবে। বিটিএমএর প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করে কোন কোন কারখানায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, তা জেনে নেওয়া যাবে এবং সেই হিসেবে সেই কারখানাগুলোতেই আবেদন করতে হবে। উচ্চপর্যায়ের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কারখানা থেকে যারা প্রশিক্ষণ পেতে ইচ্ছুক, তাদের তালিকা চাওয়া হবে। সেই তালিকা থেকে বিটিএমএ নির্ধারণ করবে কাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা : ইউনিক ট্রেড সেন্টার (লেভেল-৮), পান্থপথ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
ওয়েবসাইট: www.btmadhaka.com